



## 9229 - অহংকার থেকে মুক্তির উপায়

### প্রশ্ন

কভাবে একজন মানুষ অহংকার থেকে মুক্তি পতে পারে?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

অহংকার একটা খারাপ গুণ। এটা ইবলসি ও দুনিয়ায় তার সনৈকিদরে বশেষিট্য; আল্লাহ যাদরে অন্তর আলোহীন করে দিয়েছেন।

সর্বপ্রথম আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির উপর যে অহংকার করছিল সে হচ্ছে— লানতপ্রাপ্ত ইবলসি। যখন আল্লাহ তাকে নরিদশে দলিনে— আদমকে সজেদা কর; তখন সে অসম্মতি জানিয়ে বলল: “আমি তার চেয়ে উত্তম। আমাকে বানিয়েছেন আগুন দিয়ে; তাকে বানিয়েছেন মাটি দিয়ে।” আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করলাম, এরপর আকার-অবয়ব তরৈ করছি। অতঃপর আমি ফরেশেতাদেরকে বললাম—আদমকে সজেদা কর; তখন সবাই সজেদা করল। কিন্তু ইবলসি সজেদাকারীদের মধ্যে ছিল না। আল্লাহ বললেন: আমি যখন তাকে সজেদা করার আদেশে দলিম তখন কসি তাকে সজেদা করতে বাধা দলি? সে বলল: আমি তার চেয়ে উত্তম। আমাকে বানিয়েছেন আগুন দিয়ে; তাকে বানিয়েছেন মাটি দিয়ে।” [সূরা আরাফ, আয়াত: ১১-১২]

তাই অহংকার ইবলসি চরিত্র। যে ব্যক্তি অহংকার করতে চায় সে জনে রাখুক সে শয়তানের চরিত্র গ্রহণ করেছে। সে সম্মানতি ফরেশেতাদের চরিত্র গ্রহণ করেনি, যারা আল্লাহর আনুগত্য করে সজেদায় লুটিয়ে পড়ছিল।

অহংকার অহংকারীর জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ, ইজ্জতরে মালকি আল্লাহকে সরাসরি দেখতে না পাওয়ার কারণ। দললি হচ্ছে এ দুইটা হাদসি:

১. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: “যার অন্তরে বন্দি পরমাণ অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশে করবে না। একলোক বলল: যে কোন লোক পছন্দ করে তার জামাটা ভাল হোক, তার জুতাটা ভাল হোক? তিনি বললেন: নশিচয় আল্লাহ সুন্দর; তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন।



অহংকার হচ্ছ— সত্যকে উপেক্ষা করা এবং মানুষকে তুচ্ছ তাচ্ছলিয করা।”[সহহি মুসলমি]

সত্যকে উপেক্ষার অর্থ: সত্য জনেও সটোকৈ প্ৰত্যাখ্যান করা।

মানুষকে তুচ্ছ করার অর্থ: মানুষকে ছোট করা, হয়ে করা।

২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি অহংকারবশতঃ কাপড় ঝুলিয়ে হাঁটবে কয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না। আবু বকর (রাঃ) বললেন: আমার কাপড়ের একটা অংশ ঝুলে পড়ে যায়; আমি বারবার সটোকৈ টেনে নেই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তুমি তো অহংকারবশতঃ সটোকৈ কর না।” [সহহি বুখারি (৩৪৬৫)]

দুই:

অহংকার এমন একটা গুণ যা শুধু আল্লাহর জন্যই প্রযোজ্য। যে ব্যক্তি এ গুণ নিয়ে আল্লাহর সাথে টানাটানি করে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দেন, তার প্রতিপন্নস্যাৎ করে দেন ও তার জীবনকে সংকুচিত করে দেন।

আবু সাঈদ খুদরি (রাঃ) ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা বলছেন: সম্মান হচ্ছ- আল্লাহর পরনরে কাপড়; আর অহংকার হচ্ছ- আল্লাহর চাদর। যে ব্যক্তি এটা নিয়ে আমার সাথে টানাটানি করে আমি তাকে শাস্তি দই।”[সহহি মুসলমি (২৬২০)]

নববী বলেন:

সহহি মুসলমিরে সব কপতিএ ভাবে আছে। **رداؤه** **ازاره** শব্দদ্বয়েরে ১ জমরি (সর্বনাম) দ্বারা আল্লাহকে বুঝানো হচ্ছ। এখানে বাক্যেরে কিছু অংশ উহ্য রয়ছে সটোকৈ হচ্ছ- **ومن ينازعني ذلك أعذبه** (অর্থ- আল্লাহ বলেন: যে ব্যক্তি সটোকৈ নিয়ে আমার সাথে টানাটানি করবে আমি তাকে শাস্তি দবি)।

আমার সাথে ‘টানাটানি’ করবে এর অর্থ- এ গুণ লালন করবে; ফলে সে অংশীদার এর পর্যায়ে পড়বে। এটা অহংকারেরে কঠনি শাস্তি ও অহংকার হারাম হওয়ার স্পষ্ট ঘোষণা।[শারহু মুসলমি (১৬/১৭৩)]

যে ব্যক্তি অহংকার করতএ চায় ও বড়ত্ব দেখতে চায় আল্লাহ তাকে নীচে ছুড়ে ফলে দনে ও বইজ্জত করনে। যহেতু সে তার মূলপরচিয়েরে বপিরীতে গিয়ে কিছু করার চেষ্টা করছে তাই আল্লাহ তাকে তার ইচ্ছার বপিরীতে শাস্তি দিয়ে দনে। বলা হয়: শাস্তি আমলেরে সম জাতীয় হয়ে থাকে।

যে ব্যক্তি মানুষের উপর অহংকার করে কয়ামতের দিন তাকে মানুষেরে পায়েরে নীচে মাড়ানো হবে। এভাবে আল্লাহ তাআলা



অহংকারের কারণে তাকে লাঞ্ছিত করবনে। আমার ইবনে শূয়াইব তার পতি থেকে তনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন তনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন তনি বলেন: “কিয়ামতের দিন অহংকারীদেরকে ছোট ছোট পিপীলিকার ন্যায় মানুষের আকৃতিতে হাশরের ময়দানে উপস্থিত করা হবে। অপমান ও লাঞ্ছনা তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলবে। তাদেরকে জাহান্নামের একটি জিলেখানায় একত্রিত করা হবে, যার নাম হবে “বুলাস। আগুন তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঢেকে ফেলবে। জাহান্নামীদের শরীরেরে ঘাম তাদেরকে পান করতে বাধ্য করা হবে।” [সুনানে তরিমজি (২৪৯২), আলবানী সহিহ তরিমজি গ্রন্থ (২০১৫) এ হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলছেন]

তনি:

অহংকারের নানান রূপ রয়েছে:

১. সত্যকে গ্রহণ না করা; অন্যায়ভাবে বতিরক করা। যমেনটি আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের হাদিসে উল্লেখ করছি। “অহংকার হচ্ছে- সত্যকে উপেক্ষা করা এবং মানুষকে তুচ্ছতাচ্ছল্য করা।”
২. নিজেরে সৌন্দর্য, দামী পোশাক ও দামী খাবার ইত্যাদি দ্বারা অভিজ্ঞ হয়ে পড়া এবং মানুষের উপর দাম্ভিকতা ও অহংকার প্রকাশ করা। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তনি বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অথবা আবুল কাসমে বলছেন: একদা এক ব্যক্তি হুল্লা পরে, আত্মম্ভরতি নিয়ে, মাথা আঁচড়িয়ে হাঁটছিলি এমতাবস্থায় আল্লাহ তাকে সহ ভূমি ধ্বস করে দলিনে এবং এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত সে নীচেরে দিকে যতে থাকবে।” [সহিহ বুখারি (৩২৯৭) ও সহিহ মুসলিম (২০৮৮)] এ ধরণের অহংকারের মধ্যে ঐ ব্যক্তির আচরণও পড়বে যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলছেন: “সে ফল পলে। অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সঙ্গীকে বললঃ আমার ধন-সম্পদ তোমার চাইতে বেশী এবং জনবলে আমি অধিক শক্তিশালী।” [সূরা কাহাফ, আয়াত: ৩৪]

কখনো কখনো আত্মীয়স্বজন ও বংশধরদের নিয়ে গটেরবরে মাধ্যমেও অহংকার হতে পারে.

চার:

অহংকার প্রতিরোধ করার উপায় হল- নিজেকে অন্য দশজন মানুষেরে মত মনে করা। অন্যসব লোককে নিজেরে সমতুল্য মনে করা। তারাও এক বাপ-মা থেকে জন্মগ্রহণ করেছে। যত্নে আপনও এক বাপ-মা এর ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে। আর আল্লাহ্‌ভীতি ব্যক্তির মর্যাদা পরমাপরে মানদণ্ড। আল্লাহ তাআলা বলেন: “নিশ্চয় তোমাদেরে যে ব্যক্তি বেশী তাকওয়াবান সে আল্লাহর নিকট বেশী সম্মানিত।” [সূরা হুজুরাত, আয়াত: ১৩]

অহংকারী মুসলিমেরে জানা থাকা উচিত সে যতই বড় হোক না কেনে পাহাড় সমান তো আর হতে পারবে না; জমনি ছদ্র করে তো বরিয়ে যতে পারবে না। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: “অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে



গর্বভরে পদচারণ করো না। নশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিকি অহংকারীকে পছন্দ করেন না। পদচারণায় মধ্যবর্ততি অবলম্বন কর এবং কণ্ঠস্বর নীচু কর। নঃসন্দহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্ৰীতিকর।”[সূরা লোকমান, আয়াত: ১৭-১৮]

কুরতুবী বলেন:

“পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণ করো না” এখানে অহংকার থেকে বারণ করা হয়েছে এবং বনিয়ী হওয়ার নরিদশে দয়ো হয়েছে। আয়াতে **المرح** শব্দরে অর্থ- তীব্র আনন্দ। কটে কটে বলছেন: হাঁটার মধ্যে অহংকার করা, কটে বলছেন: কোন মানুষরে তার মর্যাদার সীমা অতিক্রম করে যাওয়া।

কাতাদা বলছেন: হাঁটার ক্ষত্রে অহংকার। কটে কটে বলছেন: প্রত্যাখান। কটে কটে বলছেন: উদ্যম।

এ উক্তগিলো সমার্থবোধক। কনিতু এগুলো দুইভাগে বিভক্ত:

একটি: নন্দতি অপরটি: ননিদতি।

অহংকার, প্রত্যাখান, দাম্ভিকতা এবং কোন মানুষরে তার সীমা অতিক্রম করা: ননিদতি।

আর আনন্দ ও উদ্যমতা: নন্দতি।[তাফসরি কুরতুবী ১০/২৬০]

অহংকার প্রতিরোধ করার আরকেটি উপায় হলো- এটি মনে রাখা যে, অহংকারীকে কয়িমতরে দনি পঁপিড়ার ন্যায় ছোট করে হাশর করা হবে মানুষরে পায়রে নীচে মাড়ানো হবে। অহংকারী মানুষরে নকিট অপছন্দীয় যমেনভাবে সে আল্লাহর নকিটও অপছন্দনীয়। মানুষ বনিয়ী, নম্র, ভদ্র, সহজ, সরল মানুষকে ভালবাসে। আর কঠনি ও রুচ স্বভাবরে মানুষকে ঘৃণা করে।

অহংকার প্রতিরোধ করার আরকেটি উপায় হলো- অহংকারী যে পথ দিয়ে বরে হয়েছে পশোবও সে পথ দিয়ে বরে হয়। তার সৃষ্টির সূচনা হয়েছে নাপাক বীর্য থেকে। তার সর্বশেষে পরণিতি হচ্ছ- পচা লাশ। এ দুই অবস্থার মাঝখানে সে পায়খানা বহন করে চলছে। সুতরাং অহংকার করার মত কী আছে?!!

আমরা আল্লাহর নকিটে প্রার্থনা করছি তিনি যনে আমাদরেকে অহংকার থেকে মুক্তি দনে এবং আমাদরেকে বনিয় দান করনে।

আল্লাহই ভাল জাননে।